বর্তমানে প্রশ্নফাঁস একটি জাতীয় সমস্যা। ফেসবুক, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের বিষয়টি এখন আর নতুন কিছু নয়। যে কোনো পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস হওয়া যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ক্লাস টু থেকে বিসিএস সব প্রশ্নই পরীক্ষার আগে অনলাইনে বা মিডিয়ায় পাওয়া যায়। প্রশ্নপত্র ফাঁসচক্রের সদস্যরা বিভিন্ন কৌশলে প্রশ্নপত্র ফাঁস করছে। তারা নিত্যনতুন কৌশল নিচ্ছে। সর্বশেষ তারা ডিজিটাল ডিভাইস ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপকে প্রাধান্য দিচ্ছে। পরীক্ষার হল থেকে প্রশ্নফাঁস করতে চক্রের সদস্যরা পরীক্ষার কেন্দ্রকে ম্যানেজ করে ফেলছে।

সম্প্রতি কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারীতে চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় নেহাল উদ্দিন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্র সচিব লুৎফর রহমানসহ তিন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গণিত, কৃষি, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র উদ্ধার করা হয় বলে খবর পাওয়া গেছে। পরে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের ওই ৪টি পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয় বলে জানা যায়। আরও দুই শিক্ষকসহ একজন অফিস সহায়ককে আটক করা হয়েছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিঃসন্দেহে একটি গুরুতর অপরাধ। প্রশ্নফাঁসের দুর্যোগ যেন এ পরীক্ষাটিকেও প্রশ্নবিদ্ধ না করে। প্রশ্নফাঁসের বিষয়টিকে এখন আর হালকা করে দেখার সুযোগ নেই। নিকট-অতীতে শুধু পাবলিক পরীক্ষাতেই প্রশ্নফাঁস হয়নি, হয়েছে প্রথম শ্রেণি থেকে শুরু করে অন্যান্য শ্রেণিতেও। ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়েছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ব্যাংক কর্মকর্তার মতো সমাজের অগ্রবর্তী শ্রেণি যুক্ত হয়ে পড়ে, তখন তা বড় ধরনের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ঘটনা সমাজের আশঙ্কাজনক অবক্ষয়েরও নির্দেশক। প্রশ্নপত্র ফাঁসচক্রের সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা একদিকে যেমন জাতির মেধাবী সন্তানদের বঞ্চিত করছে, অন্যদিকে তারা হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। সমাজ ও রাষ্ট্রকে এই দুষ্টচক্রের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা মেধাবীদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তারা হতাশায় ভুগছে। ভাবছে- আমি এত পরিশ্রম করে ভালো ফলাফল করতে পারলাম না, আমার স্বপ্ন নষ্ট হয়ে গেল; অথচ আমার সহপাঠী পরিশ্রম না করেই ভালো ফলাফল করল! এ ধরনের হতাশা একজন শিক্ষার্থীর মেধাকে ধ্বংস করে দেয়। আস্তে আস্তে মেধাশূন্য করে তরুণ সমাজকে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যদি এ ধারায় চলতে থাকে, তা হলে বাঙালি জাতি তৃতীয় বিশ্বের তৃতীয় শ্রেণির মেধাসম্পন্ন জাতিতে পরিণত হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রশ্নপত্র ফাঁসচক্রের সদস্যদের শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত হওয়া চলবে না। সামাজিক এ অবক্ষয় রোধে দেশজুড়ে সংস্কৃতিচর্চারও কোনো বিকল্প নেই। দেশে মূলত দুই ধরনের প্রশ্নফাঁসের দৃশ্য দেখা যায়। একটি পরীক্ষার দু-একদিন আগে ফাঁস হওয়া, আরেকটি পরীক্ষা শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে ফাঁস হওয়া। পরীক্ষা বাণিজ্যের সঙ্গে এতদিন যুক্ত ছিল কোচিং সেন্টার, নোটগাইড বা অনুশীলন বই। এখন নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে প্রশ্নফাঁস, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছুসংখ্যক শিক্ষক নামদারি অসৎ মানুষ, কোচিং সেন্টার, ছাত্র ও ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এখানে মোটা অঙ্কের টাকার গন্ধ থাকায় প্রশ্নফাঁস বাণিজ্য রমরমা হয়ে উঠেছে। পরীক্ষাটাই যেন এখন একটা বিরাট প্রহসনে পরিণত হয়েছে। পাবলিক পরীক্ষায় নতুন নিয়ম অনুযায়ী সচিব ছাড়া অন্য কেউ পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। অর্থাৎ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরাও ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। এটি অবশ্যই একটি ভালো পদক্ষেপ। কিন্তু জালিয়াতি রোধে তা যথোপযুক্ত নয় বলেই মনে হয়। কেননা প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে থাকে সাধারণত পরীক্ষার আগের রাতে কিংবা পরীক্ষার দিন সকালে। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষা বোর্ডে মনিটরিং সেল গঠন করা যেতে পারে। মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে বিভাগীয় কমিশনারকে প্রধান করে। অন্যান্য সদস্য হবেন বিভাগীয় শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বিভাগীয় শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা পুলিশ সুপার। সব থেকে কার্যকর পদক্ষেপ হলো 'প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধ আইন' প্রণয়ন করা এবং আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা। দেশে ২০১৯ সালের আগে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠা একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। ২০১৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায়ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। ওই সময় কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যার মধ্যে ছিল পরীক্ষা শুরুর আগমুহূর্তে প্রশ্নপত্রের 'সেট' (যে প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হবে) জানানো, দায়িত্বপ্রাপ্তদের মুঠোফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, ইন্টারনেটের গতি কমানো ইত্যাদি। এবারের এসএসসি পরীক্ষা শুরুর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়েছিল, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুযোগ নেই। কিন্তু দিনাজপুর বোর্ডের ঘটনায় দেখা গেল, পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। নিয়ম হলো, যেদিন যে বিষয়ের পরীক্ষা হবে, সেদিন সকালে নির্ধারিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র নেওয়া হবে। এর পর পরীক্ষা শুরুর ২৫ মিনিট আগে কোন সেট প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হবে, তা জানানো হবে। আর প্রতিটি কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র নেওয়ার জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া থাকে (ট্যাগ কর্মকর্তা)। এটি ঠিক করে দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)। ট্যাগ কর্মকর্তা, কেন্দ্র সচিব ও একজন পুলিশ সদস্য মিলে প্রশ্নপত্র কেন্দ্রে নিয়ে যান। তথ্যপ্রযুক্তির কারণে এখন প্রশ্নপত্র ফাঁস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া সহজ হয়েছে। কথায় আছে, কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই প্রশ্নপত্র ফাঁস সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। প্রশ্নপত্র বিতরণে ভিন্নতা আনতে হবে।

advertisement 3

প্রশ্নপত্র ফাঁস ও অনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে এখনই কঠোর শাস্তি নিশ্চিত প্রয়োজন মনে করি। প্রায় সব পরীক্ষায়ই এ ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটায় শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক মহল চিন্তিত। আর এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য বজায় থাকবে কিনা তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস বর্তমান সময়ে একটি অন্যতম আলোচিত ও নিন্দিত ইস্যু। প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে চিন্তিত শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, সুশীল সমাজসহ দেশের আপামর সাধারণ মানুষ। প্রেসে লাখ লাখ কপি ছাপানোর পর তা প্যাকেটিং করে

পাঠানো হয় নির্দিষ্ট এলাকায়। বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণত এই প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগের দিনই পৌঁছানো হয়। পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হাজারো নিষ্ঠাবান মানুষ জড়িত থাকেন। প্রক্রিয়াতে যদিও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে এবং সম্পাদন করা হয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, তার পরও বর্তমানের তথ্যপ্রযুক্তির যুগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা যায় অনেকভাবেই। আর এভাবেই নিরানব্বই শতাংশ মানুষের সততা, নিষ্ঠাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মাত্র এক শতাংশ, হয়তো এর চেয়েও কম কিছু মানুষ পুরো জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবে, তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। চলমান এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা এবং বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় সাম্প্রতিক সময়ে প্রশ্নফাঁসের ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। মেরুদ- ছাড়া যেমন কোনো মানুষ দাঁড়াতে পারে না, ঠিক তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।

advertisement 4

শিক্ষার অপব্যবহারের ফলে জাতি আজ দুর্নীতিগ্রস্ত, লিপ্ত অন্যায় অপরাধে। লিপ্ত প্রশ্নপত্র ফাঁসে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম একটি হলো, নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন। কিন্তু আমাদের সমাজে তা সম্ভব নয়। যদি নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হতো তা হলে প্রশ্নফাঁসের মতো এ রকম নিকৃষ্ট কাজে শিক্ষিত মহল জড়িত থাকত না। আগে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতাকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমান সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অভাবনীয় অর্জন, এ বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত। প্রায় সব স্কুল-বয়সী শিশুকে স্কুলগামী করা সম্ভব হয়েছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে জেন্ডার সমতা অর্জিত হয়েছে, উচ্চশিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছে, নারী শিক্ষায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার বহুলাংশে বেড়েছে, বছরের প্রথম দিনে প্রায় ৩৬ কোটি পাঠ্যবই বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এখন সময় এসেছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার। এজন্য প্রয়োজন শুধু প্রশ্নফাঁস রোধ নয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার যা একমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রের বোদ্ধা ব্যক্তিরাই করে দিতে পারেন। সততা, পরিশ্রম আর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকলে কোনো অসদুপায় অবলম্বন করতে হয় না। আমাদের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের ওপর এমন নানা নিরীক্ষার যাত্রাপালা মঞ্চায়িত হচ্ছে পর্দার অন্তরালে। ছাত্রছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেদের পেছনের ফলাফলের মতো সামঞ্জস্যপূর্ণ মেধার প্রকাশ দেখাতে পারে না। প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মনে এ অবস্থা বিরূপ প্রভাব ফেলে। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে যারা শিক্ষকতাসহ অন্যান্য পেশায় যাচ্ছেন, তখন সমাজের জন্য আরেকটি বড় হতাশার জায়গা তৈরি হচ্ছে। সৎ পথে থাকলে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস এক প্রকারের ভয়ঙ্কর দুর্নীতি। ছাত্রছাত্রীদের এই দুর্নীতি যাতে স্পর্শ না করে সেদিকে সবাইকে লক্ষ রাখতে হবে। যে জাতি যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে, সেই দেশে ভবিষ্যতে অবশ্যই কোনো দুর্নীতি থাকবে না। দুর্নীতিপরায়ণরা এই দেশের কলঙ্ক। দুর্নীতি করলে একদিন না একদিন তাদের জবাবদিহি করতেই হবে। মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ও মানসিকতা উন্নত করতে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। মানুষ সৃষ্টি করতে হলে অবশ্যই শিক্ষাব্যবস্থা স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন নির্ভর করে শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঘুরে দাঁড়াবে। মেধার যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে। এজন্য রাষ্ট্র অতিদ্রুত বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেবে। পাশাপাশি প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত জালিয়াতচক্রের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের অবস্থান থেকে সোচ্চার হতে হবে। একটি রাষ্ট্র তখনই উন্নত হয়, যখন এর শিক্ষা কাঠামো এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্তরগুলো স্বচ্ছ ও সুগঠিত হয়। তাই প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে রাষ্ট্রকে এখনই জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে।

সৈয়দ ফারুক হোসেন : রেজিস্ট্রার. বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর